"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে রয়্যাল কুলের রয়্যাল স্টুডেন্ট, তোমাদের আচার-আচরণ খুব রয়্যাল হওয়া উচিত, তবেই বাবাকে শো' (প্রত্যক্ষ) করাতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - বিনাশের সময় সর্বশেষ পেপারে কারা পাস করবে? তার জন্য কি পুরুষার্থ করতে হবে?

*উত্তরঃ - সর্বশেষ পেপারে তারা-ই পাস করবে যাদের বাবা ব্যতীত পুরানো দুনিয়ার কোনও বস্তু স্মরণে থাকবে না। স্মরণে এলো অর্থাৎ ফেল। এর জন্য সম্পূর্ণ অসীম দুনিয়ার প্রতি যেন আসক্তি দূর হয়ে যায় । ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টি পাক্কা হবে। দেহ-অভিমান যেন ভঙ্গ হয়ে যায় ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের সর্বদা এই নেশা থাকা উচিত যে আমরা কত রয়্যাল স্টুডেন্ট। অসীম জগতের বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। তোমরা কত উঁচু কুলের রয়্যাল স্টুডেন্ট তাই রয়্যাল স্টুডেন্টদের চলনও রয়্যাল থাকা চাই তবেই তো বাবাকে প্রত্যক্ষ করাবে। তোমরা বিশ্বে শান্তি স্থাপনের কাজে নিমিত্ত হয়েছো, শ্রীমৎ অনুযায়ী। তোমরা শান্তির পুরস্কার প্রাপ্ত করো। তাও এক জন্মের জন্য নয়, জন্ম জন্মান্তরের জন্য প্রাপ্ত করে থাকো । বাচ্চারা বাবাকে কি ধন্যবাদ করবে ! বাবা নিজেই এসে হাতে স্বর্গ দেন। বাচ্চারা কি জানতো যে বাবা এসে স্বর্গ দেবেন! এখন বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো। স্মরণ করতে কেন বলেন? কারণ এই স্মরণের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। অসীম জগতের পিতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়াতে নিশ্চয় হয়েছে। কষ্টের কোনও কথা নেই। ভক্তিমার্গে বাবা-বাবা করতে থাকে। নিশ্চয়ই বাবার কাছ থেকে কিছু উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। পুরুষার্থ করার মার্জিনও আছে তোমাদের । শ্রীমৎ অনুযায়ী যত পুরুষার্থ করবে ততই উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে। পিতা, শিক্ষক, সদ্গুরু - তিনজনের শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয়। সেই মত অনুযায়ী চলতে হবে। নিজের ঘরে থাকতেও হবে। মত অনুযায়ী চলার ক্ষেত্রেই বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। মায়ার প্রথম বিঘ্ন হলো দেহ-অভিমান। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তাহলে কেন শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো না? বাচ্চারা বলে আমরা চেষ্টা তো করি কিন্তু মায়া করতে দেয় না। বাচ্চারা বোঝে পড়াশোনায় বিশেষ পুরুষার্থ অবশ্যই করা উচিত। যারা ভালো বাচ্চা তাদের ফলো করা উচিত। সবাই এমন পুরুষার্থ করে যাতে আমরা বাবার কাছ থেকে উঁচু উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। কাঁটা থেকে ফুল হওয়ার জন্য স্মরণের প্রয়োজন অনেক বেশি। ৫ বিকারের কাঁটা দূর হলে ফুলে পরিণত হবো। সেসব দূর হবে যোগবলের দ্বারা। অনেক বাচ্চারা ভাবে অমুকে এমন ভাবে চলে গেছে, হয়তো আমরাও চলে যাবো। কিন্তু তাকে দেখে তেমন পুরুষার্থ করা উচিত তাইনা। শরীর ত্যাগের সময় বাবার স্মরণ যেন থাকে, বশীকরণ মন্ত্র যেন স্মরণে থাকে। অন্য কিছু স্মরণে যেন না থাকে একমাত্র বাবা ছাড়া, তখন যেন দেহ থেকে প্রাণটি বের হয়। বাবা, ব্যস্ আমরা আপনার কাছে এই এলাম বলে। এমন বাবাকে স্মরণ করলে আত্মায় যা আবর্জনা ভরা আছে, সেসব ভস্ম হয়ে যাবে। আত্মায় আছে তো শরীরেও আছে বলা হবে। জন্ম জন্মান্তরের আবর্জনা, সব পুড়ে ছাই হবে। যখন তোমাদের সমস্ত আবর্জনা জ্বলে পুড়ে যাবে তখন দুনিয়াও পরিষ্কার হয়ে যাবে। দুনিয়া থেকে সমস্ত আবর্জনা দূর হবে - তোমাদের জন্য। তোমাদের শুধু নিজের ময়লা পরিষ্কার করতে হবে না, সকলের আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। বাবাকে আহবান করা-ই হয় বাবা এসে এই দুনিয়ার আবর্জনা পরিষ্কার করো। সম্পূর্ণ বিশ্বকে পবিত্র করুন। কাদের জন্য? ঐ পবিত্র দুনিয়ায় তোমরা বাচ্চারা সর্বপ্রথমে রাজত্ব করতে আসো। সুতরাং বাবা তোমাদের জন্য তোমাদের দেশে এসেছেন।

ভক্তি ও জ্ঞানে অনেক তফাৎ আছে। ভক্তিতে কত ভালো ভালো গীত তারা গান করে। কিন্তু কারও কল্যাণ করে না। কল্যাণ তো হয় নিজের স্বধর্মে স্থির হলে এবং বাবাকে স্মরণ করলে। তোমাদের স্মরণ করা হলো এই রকম , যেমন করে লাইট হাউসের আলো ঘুরতে থাকে । স্ব-দর্শনকেই লাইট হাউস বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা মনে মনে বুঝতে পারো বাপদাদার কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। এ হলো সত্য নারায়ণের কথা, নর থেকে নারায়ণ হওয়ার । বাবা বোঝান তোমাদের আত্মা যে তমোপ্রধান হয়েছে, তাকে সতোপ্রধান করতে হবে। সত্যযুগে সতোপ্রধান ছিলে এখন আবার সতোপ্রধান করতে বাবা এসেছেন। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। বাবা-ই গীতা শুনিয়ে ছিলেন। এখন তো মানুষ শোনায়, কতখানি তফাৎ হয়েছে। ভগবান তো হলেন ভগবান, তিনি মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। নতুন দুনিয়ায় পবিত্র দেবতারা বাস করেন। অসীম জগতের বাবা হলেন নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার প্রদানকারী। বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তো অন্তিম সময়ে যেমন মতি তেমনই সদগতি হয়ে যাবে। তোমরা জানো - বাবা আসেন সঙ্গম যুগে, পুরুষোত্তম করতে। এখন এই ৮৪-র চক্র পূর্ণ হচ্ছে, পরে শুরু হবে। এই খুশীও

থাকা উচিত। প্রদর্শনীতে যে'সব লোকেরা আসে, তাদেরও প্রথমে শিববাবার চিত্রের সামনে দাঁড় করাও। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমরা এমন হয়ে যাবে। বাবার কাছ থেকে সত্যযুগের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ভারত সত্যযুগ ছিল, এখন নয় আবার হবে, তাই বাবা আর বাদশাহীকে স্মরণ করো তাহলে অন্তিম সময়ে যেমন মতই তেমনই গতি হয়ে যাবে। ইনি হলেন প্রকৃত সত্য পিতা, তাঁর সন্তান হলে তোমরা সত্যখণ্ডের মালিক হবে। প্রথমে অল্ফ-কে পাকা করো। "অল্ফ" অর্থাৎ বাবা, "বে" অর্থাৎ বাদশাহী। বাবাকে স্মরণ করো তাহলে স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে এবং তোমরা স্বর্গে চলে যাবে। কতখানি সহজ। জন্ম জন্মান্তর ভক্তির কথা শুনে শুনে বুদ্ধিতে মায়ার তালা লেগেছে। বাবা এসে চাবি দিয়ে তালা খোলেন। এই সময়ে সবার কান বন্ধ আছে। পাথরবুদ্ধি হয়ে আছে। তোমরা লেখো - শিববাবা স্মরণে আছে? স্বর্গের বর্সা স্মরণে আছে? বাদশাহী স্মরণ করলে মুখ মিষ্টি তো হবেই তাইনা। বাবা বলেন আমি তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কত উপকার করি। তোমরা তো অপকার করেই এসেছো। সেসবও ড্রামাতে ফিক্সড আছে, কারও দোষ নেই। বাচ্চারা তোমাদের এই মিশন-ই হলো পাথরবুদ্ধিদের স্পর্শ বুদ্ধি করা বা কাঁটাকে ফুলে পরিণত করা। তোমাদের এই মিশন চলছে। সবাই একে অপরকে কাঁটা থেকে ফুল করছে। তাদের এমন যিনি তৈরি করেন তিনি কিং ক্লাওয়ার হবেন। স্বর্গের স্থাপনকারী বা ফুলের বাগান রচনাকারী হলেন একমাত্র বাবা। তোমরা হলে খুদাই খিদমতগার অর্থাৎ ঈশ্বরীয় সেবাধারী। তমোপ্রধানকে সতোপ্রধান করা - এই হল সেবা, আর কোনও কষ্ট দেন না। বোঝানোও খুব সহজ। কলিযুগে আছে তমোপ্রধান। যদি কলিযুগের আয়ু বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে আরও বেশি তমোপ্রধান হয়ে যাবে।

তোমরা জানো এখন বাবা এসেছেন আমাদের ফুলে পরিণত করতে। কাঁটা বানানো হলো রাবণের কাজ। বাবা ফুল তৈরি করেন। যার শিববাবা স্মরণে আছে, তার অবশ্যই স্বর্গও স্মরণে থাকবে। যখন প্রভাতফেরী করো তখন তাতে দেখাও যে আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা ভারতের উপরে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য স্থাপন করি। আমরা ব্রাহ্মণরা সেই দেবতায় পরিণত হই। দেবতা তারপরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য..... এ হলো ডিগবাজির খেলা। কাউকে বোঝানো খুব সহজ। আমরা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদের টিকি বা শিখা থাকে। তোমরাও বুঝেছো যে, আমরা ৮৪-র চক্র পূর্ণ করেছি। বাচ্চারা কত ভালো জ্ঞান প্রাপ্ত করে। অন্য সব কিছু হলো ভক্তি। জ্ঞান একমাত্র বাবা-ই শোনান। সকলের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগও হলো একটাই। বাচ্চারা, এই সময় বাবা তোমাদের পড়ান। ভক্তিমার্গে এসব স্মরণীয় হয়ে পরম্পরা প্রচলিত আছে । বাচ্চারা, বাবা তোমাদের পথ বলে দিয়েছেন যে এই পুরুষার্থ করলে তোমরা এই বর্সা প্রাপ্ত করতে পারো। এই পড়াশোনা হলো খুব সহজ। এ হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পড়াশোনা। ব্রতকথা পাঠ হলো রং বা ভুল কারণ তাতে কোনও এইম অবজেক্ট থাকে না। পড়াশোনায় এইম অবজেক্ট আছে। কে পড়ান? জ্ঞান সাগর। বাবা বলেন আমি এসে রত্ন দিয়ে তোমাদের ঝুলি ভরি। অসীম জগতের বাবাকে তোমরা কি প্রশ্ন করবে । এই সময় সবাই হলো পাথরবুদ্ধি। রাবণকে কেউ জানে না। তোমরা এখন বুদ্ধি পেয়েছো প্রশ্ন করার। মানুষকে জিজ্ঞাসা করো - তাহলে রাবণ কে? তার জন্ম কবে হয়েছে? কবে থেকে রাবণ দহন করো? বলবে এসবই হল অনাদি। তোমরা অনেক রকম করে প্রশ্ন করতে পারো। এও সময় সুযোগ বুঝে প্রশ্ন করবে। তারা কেউই রেসপন্স করতে পারবে না। তোমাদের আত্মা স্মরণের যাত্রায় তৎপর হয়ে যাবে। এখন নিজেকে প্রশ্ন করো - আমরা কি সতোপ্রধান হয়েছি? মন সায় দেয়? এখনও কর্মাতীত অবস্থা তো হয় নি। হবে। এই সময় তোমরা সংখ্যায় অনেক কম তাই কেউ তোমাদের কথা শোনে না আর তোমাদের কথাও পৃথক। সর্ব প্রথমে বলো বাবা সঙ্গমযুগে আসেন। এক-একটি কথা যখন বুঝতে থাকবে তখন জ্ঞানে এগোবে। অনেক ধৈর্যের সাথে, ভালোবেসে বোঝাতে হবে যে তোমাদের দুই পিতা আছেন - লৌকিক এবং পারলৌকিক। পারলৌকিক পিতার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার তখনই প্রাপ্ত হয় যখন সতোপ্রধান স্থিতি হয়। বাবার স্মরণে খুশীর পারদ ঊর্ধ্বে থাকবে। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে অনেক গুণ ভরতে থাকবে। বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদের কোয়ালিফিকেশন শেখান। হেল্থ-ওয়েল্থও প্রদান করেন, গুণ শুধরে দেন। এডুকেশন দেন। জেলের সাজা থেকেও মুক্ত করেন।

তোমরা খুব ভালো ভাবে মন্ত্রী ইত্যাদিকেও বোঝাতে পারো। বোঝানোটা এমন হওয়া উচিত যাতে তারা গলে জল হয়ে যায়। তোমাদের জ্ঞান খুব মিষ্টি মধুর। প্রেম পূর্ণ হয়ে বসে শুনলে চোখে জল এসে যাবে। সর্বদা এমন দৃষ্টি রাখবে যে আমরা ভাইকে পথ বলে দিচ্ছি। বলো, আমরা শ্রীমৎ অনুসারে ভারতের প্রকৃত সত্য সেবা করছি। ভারতের সেবায় অর্থ নিয়োগ করি। বাবা বলেন দিল্লিতে সেবা দিয়ে ঘিরে ফেলো, বিস্তার লাভ করো। কিন্তু এখনও কেউ জ্ঞানের বাণে আহত হয়নি, আহত করতে যোগবলের প্রয়োজন । যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হও। সঙ্গে জ্ঞানও আছে। যোগের দ্বারা-ই তোমরা সকলকে আকৃষ্ট করতে পারবে। এখন বাচ্চারা যদিও ভালোই ভাষণ দিতে পারে কিন্তু যোগের আকর্ষণ কম আছে। মুখ্য কথা হলো যোগের। তোমরা বাচ্চারা যোগের দ্বারা নিজেকে পবিত্র করো। অতএব খুব বেশি যোগবলের প্রয়োজন আছে। তারই ঘাটতি রয়েছে। অন্তরে খুশীতে ডান্স করা উচিত, এ হলো খুশীর ডান্স। এই জ্ঞান-যোগের দ্বারা

তোমাদের অন্তরে ডান্স চলতে থাকে। বাবার স্মরণে থেকে তোমরা অশরীরী হয়ে যাও। জ্ঞানের দ্বারা অশরীরী হতে হবে, তার জন্য লুপ্ত (গুম) হওয়ার ব্যাপার নেই, বুদ্ধিতে জ্ঞান চাই। এখন ঘরে ফিরতে হবে তারপরে রাজত্ব করতে আসতে হবে। বাবা বিনাশ এবং স্থাপনার সাক্ষাৎকারও করিয়েছেন। এই সম্পূর্ণ দুনিয়া ভস্মীভূত হয়ে আছে, আমরা নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য উপযুক্ত হচ্ছি। এখন ঘরে ফিরতে হবে তাই শরীরের প্রতি কোনও আসক্তি থাকা উচিত নয়। এই শরীর থেকে, এই দুনিয়া থেকে উপরাম থাকা উচিত। শুধু নিজের ঘর (পরমধাম) এবং রাজধানীকে (স্বর্গ) স্মরণ করতে হবে। কোনও বস্তুর প্রতি আসক্তি যেন না থাকে। বিনাশ খুবই কড়া ভাবে হবে। যখন বিনাশ হওয়া শুরু হবে তখন তোমাদের খুশী অনুভব হবে - ব্যস্, আমরা এই ট্রান্সফার হলাম বলে। পুরানো দুনিয়ার কোনও বস্তু স্মরণে এলেই ফেল হয়ে যাবে। বাচ্চাদের কাছে কিছুই নেই তো স্মরণে কি আসবে? অসীম জগতের সম্পূর্ণ দুনিয়ার প্রতি মমত্ব মিটে যাক, এতেই পরিশ্রম রয়েছে । ভাই-ভাইয়ের পাক্কা অবস্থাও তখনই হবে যখন দেহ-অভিমান ছিন্ন হবে। দেহ-অভিমানে এলেই কম বেশি ক্ষতি হয়ে যায়। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকলে কোনও ক্ষতি হবে না। আমরা ভাইকে পড়াই। ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি, এই অভ্যাসটি যেন পাকা হয়ে যায়। যদি স্কলারশিপ নিতে হয় তবে এতখানি পুরুষার্থ তো করতে হবে। যখন বোঝাও তখনই যেন স্মরণ থাকে আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই। সব আত্মারা হলো এক পিতার সন্তান। সব ভাইদের পিতার সম্পত্তিতে (স্বর্গের) অধিকার আছে। বোনের আভাসও যেন না হয়। একেই বলে আত্ম-অভিমানী হওয়া। আত্মার এই শরীরটি প্রাপ্ত হয়েছে, সেই আধারে কেউ পুরুষ নাম কেউ নারী নাম প্রাপ্ত করেছে। এসবের ঊর্ধ্বে তারা হলো আত্মা। চিন্তন করা উচিত - বাবা যে পথটি বলে দেন সেই পথটি সঠিক। এখানে বাচ্চারা আসে প্র্যাক্টিস করতে। ট্রেনে বসে ব্যাজ নিয়ে অনেককে বোঝাতে পারো। বসে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করো তোমাদের কতজন পিতা? তারপরে উত্তর দাও। এ হল অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করার যুক্তি। তারপরে বলো তোমাদের দুই জন পিতা, আমাদের তিনজন। এই অলৌকিক পিতার দ্বারা আমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। তোমাদের কাছে ফার্স্টক্লাস জিনিস আছে। কেউ বলবে এতে লাভ কী আছে? বলো, আমাদের কর্তব্য হলো অন্ধের লাঠি হয়ে পথ দেখানো। যেমন নান-রা সার্ভিস করে, তেমন তোমরাও করো। তোমাদের প্রজা তৈরি করতে হবে। উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। তোমরা সবাইকে চড়তি কলা বা আরোহণ কলায় যাওয়ার পথ বলে দাও। এক বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলে অনেক খুশীর অনুভব হবে এবং বিকর্মও বিনাশ হবে। বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করা খুবই সহজ। কিন্তু অনেক বাচ্চারা গাফিলতি করে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) শেষ সময়ে পাস করতে হলে এই শরীর ও দুনিয়ার থেকে উপরাম থাকতে হবে, কোনও বস্তুর প্রতি আসক্তি রাখবে না। বুদ্ধিতে যেন থাকে এখন আমরা ট্রান্সফার হতে চলেছি।

২) অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে ভালোবাসা দিয়ে সবাইকে দুই পিতার পরিচয় দিতে হবে। জ্ঞান রত্নের দ্বারা ঝুলি ভরে দান করতে হবে। কাঁটাদের ফুলে পরিণত করার সেবা অবশ্যই করতে হবে।

বরদানঃ- বাবা আর সেবাতে মগ্ন থাকা নির্বিঘ্ন, নিরন্তর সেবাধারী ভব

যেখানে সেবার উৎসাহ থাকে সেখানে অনেক পরিস্থিতি সহজেই অনেক দূরে সরে যায়। এক বাবা আর সেবাতে মগ্ন থাকো, তো নির্বিঘ্ন, নিরন্তর সেবাধারী, সহজ মায়াজীৎ হয়ে যাবে। সময়ে সময়ে সেবার রূপরেখা পরিবর্তন হচ্ছে আর ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। এখন তোমাদের বেশী বোঝাতে হবে না, পরিবর্তে তারা নিজেরাই বলবে এই কাজ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ এইজন্য আমাকেও সহযোগী বানাও। এটাই হলো সময়ের সমীপতার লক্ষণ। তো খুব উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সেবা করে এগিয়ে যেতে থাকো।

স্লোগানঃ- সম্পন্নতার স্থিতিতে স্থিত হয়ে, প্রকৃতির দোলাচলকে ভাসমান মেঘের মতো অনুভব করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;